১০

শিল্প বিপ্লব

আঠারো শতকের শেষার্ধে শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয় সাধারণভাবে তাই শিল্প বিপ্লব নামে পরিচিত। শিল্প বিপ্লব কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসি সমাজতান্ত্রিক লেখক জেরোমি ব্লাংকি, তবে এটি সবিশেষ পরিচিতি লাভ করে ১৮৮১ সালে ইংরেজ ঐতিহাসিক আর নল্ড জে. টয়েনবি কর্তৃক অক্সফোর্ডে প্রদত্ত Lectures on the Industrial Revolutions of the 18th Century in England শীর্ষক বক্তৃতা মালার মাধ্যমে। শিল্প বিপ্লব ইংল্যান্ড তথা পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাসে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে ইংল্যান্ড বিশ্বের প্রথম শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশটির সমৃদ্ধির ভিত্তি রচিত হয়। সংগে সংগে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও শিল্প বিপ্লব সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তীকালে ইউরোপ ও পশ্চিমা জগতের অনেকগুলো রাষ্ট্রও শিল্পোন্নত হয়, যদিও এ অগ্রগতি বৈপ্লবিক আকার ধারণ করে নি। শিল্প বিপ্লবের বিষয়টি খুব বিতর্কিত ও বটে। কেননা শিল্প বিপ্লবের সংজ্ঞা, এ বিপ্লব কখন শুরু হয়, কখন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে, বিপ্লব শব্দটি যথার্থই প্রযোজ্য কি না, এর ফলে ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণীর ভাগ্যে কি ঘটেছিল, ফ্রান্সের পরিবর্তে ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের সূত্রপাত হয় কেন প্রভৃতি প্রশ্নে ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে বিরাট মত পার্থক্য রয়েছে।

এ ইউনিটে শিল্প বিপ্লবের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে-

- *পাঠ-১: শিল্প বিপ্লবের পটভূমি;*
- *পাঠ-২: শিল্প বিপ্লবের বিকাশ;*
- *পাঠ-৩: শিল্প বিপ্লবের ফলাফল;*

পাঠ - ১

শিল্প বিপ্লবের পটভূমি

এই পাঠ শেষে আপনি

- শিল্প বিপ্লবের রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে জানতে পারবেন
- শিল্প বিপ্লবের আর্থ-সামাজিক পটভূমি আলোচনা করতে পারবেন।

পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে, শিল্প বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে কখন শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে যে ধারণাটি প্রচলিত তা হলো এই যে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত হয় আঠার শতকের মধ্যভাগে। অতত্রব, এ সময়ে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল তা আমাদের জানার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা এতে প্রমাণিত হবে যে একটি স্থবির বা অনগ্রসর সমাজে শিল্প বিপ্লব হঠাৎ করে শুরু হয় নি, দীর্ঘকাল আগে থেকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রস্তুতি চলছিল।

রাজনৈতিক পটভূমি ঃ

১৪৮৫ সালে টিউডর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সপ্তম হেনরি ইংল্যান্ডের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এভাবে টিউডর রাজবংশের যে শাসন শুরু হয় তা স্থায়ী হয়েছিল ১৬০৩ সাল পর্যন্ত। টিউটর রাজবংশের শাসনকাল থেকে আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছে এ জন্যে যে এখান থেকে ইংল্যান্ডে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয় বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা।

টিউডর শাসনকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এ সময়ে দেশে শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। টিউডর রাজাগণ অত্যাচারী সামন্ত প্রভুকে দমন, নতুন নতুন কার্যকরী সংগঠন ও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয় প্রতিষ্ঠা, শাসন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অনুগত এবং বিশ্বস্তলোক নিয়োগ, স্থানীয় শাসন ব্যাপারে অধিকতর কর্তৃত্ব আরোপ এবং সর্বোপরি পার্লামেন্টের সংগে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলে নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের শক্তিশালী শাসন প্রজাপীড়ন বা জনমতের বিরুদ্ধাচারণ করে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, শক্তিশালী শাসন গড়ে উঠেছিল সমগ্র জাতির সমর্থনের উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ টিউডরদের শক্তিশালী শাসনের পেছনে জনসমর্থন ছিল।

শক্তিশালী রাজতন্ত্র

টিউডর রাজত্বকালে শুধু অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি, ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে রোমের পোপের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়। অষ্টম হেনরির শাসনকাল থেকে পরবর্তী রাজাদেরকে ইংল্যান্ডের গির্জা ও রাষ্ট্র উভয়ের প্রধান হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। এভাবে ইংল্যান্ড বৈদেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কিন্তু এর ফলে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা দেখা দেয়; কেননা সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে যে এ্যাংলিকান চার্চ (Anglican Church) প্রতিষ্ঠিত হয় তা একদিকে চরমপন্থী প্রোটেস্টান্ট বা পিউরিটান ও

অপরদিকে ক্যাথলিকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নি। অর্থাৎ এ্যাংলিকান চার্চের প্রধান রাজাকে ক্যাথলিক ও পিউরিটানদের বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হয়।

সার্বভৌম রাষ্ট্র

টিউডর যুগের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের (Renaissance) সূত্রপাত। ফলে এ যুগে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশ ঘটে। বিশেষত এলিজাবেথের রাজত্বকাল সাহিত্যের ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষের যুগ ছিল। এ যুগে ইংরেজি সাহিত্যের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শেক্সপিয়ের এ যুগেই তাঁর অমর লেখনী চালনা করেন। এ যুগে দর্শন চর্চারও প্রসার ঘটে। বেকন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক।

রাণী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ১৬০৩ সালে প্রথম জেম্‌সের সিংহাসনে আরোহণের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে স্টুয়ার্ট রাজবংশের শাসন শুরু হয়। রাজা এবং পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত জাতীয় জীবনে পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এ যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্টুয়ার্ট শাসনকগণ বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা বিধিদত্ত ক্ষমতার (Divine Right) বলে রাজা। সুতরাং তাঁদের কার্যাবলির জন্যে তাঁরা জনগণের কাছে নয় একমাত্র সৃষ্টিকর্তার কাছে দায়ী। পার্লামেন্ট রাজার এরূপ সীমাহীন ক্ষমতার দাবি মানতে সম্মত ছিল না। পার্লামেন্ট মনে করতো যে রাজক্ষমতা ব্যক্তিগত বা দৈব অধিকার ক্ষমতার ভিত্তি বা মূল উৎস সম্পর্কে রাজা ও পার্লামেন্টের দৃষ্টিভংগী ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব স্টুয়ার্ট শাসন আমলের শুরু থেকেই রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয় ।

ঈশ্বর প্রদত্ত রাজাধিকার মতবাদে বিশ্বাসী

এ বিরোধের অনেক ঘটনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৬২৯-৪০ সাল পর্যন্ত প্রথম চার্লসের ব্যক্তিগত শাসন (অর্থাৎ পার্লামেন্টের অধিবেশ আহবান না করে শাসনকার্য পরিচালনা), দীর্ঘ পার্লামেন্টের অধিবেশন, সাত বছর (১৬৪২-৪৯) স্থায়ী গৃহযুদ্ধ, প্রথম চার্লসের মৃত্যুদন্ড, রাজতন্ত্র ও লর্ড সভার উচ্ছেদ এবং ওলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা এবং ১৬৬০ সালে দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসন আরোহণের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের পুন:প্রতিষ্ঠা। পুনপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের সংগে শীঘ্র আবার বিরোধ শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে এ বিরোধের অবসান হয়। পার্লামেন্ট শর্তাধীনে উইলিয়াম এবং মেরিকে সিংহাসন দান করে। ফলে স্টুয়ার্ট ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যম্যে রাজবংশের অবসান এবং জাতীয় জীবনে পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপ্লব পরবর্তী বিল অব রাইটস, মিউটিনি এ্যাক্ট, ট্রিনিয়াল এ্যাক্ট প্রভৃতি আইন পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতাকে আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ইংল্যান্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। অনুরূপভাবে টলারেশন এ্যাক্টের মাধ্যমে ধর্মীয় সহনশীলতা নীতি স্বীকৃতি পায়।

আরও একটি কারণে রাজনৈতিক দিক থেকে স্টুয়াট যুগ ইংল্যান্ডের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। ইতোপূর্বে ১৫৩৬ সালে ওয়েলস ইংল্যান্ডের সংগে যুক্ত হয়েছিল। অতপর এলিজাবেথের রাজত্বকালের শেষদিকে আয়ারল্যান্ডের বিজয় সমাপ্ত হয়। এবার ১৬০৩ সালে স্কটল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহন করার ফলে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড একই রাজার শাসনাধীনে আসে। শেষ পর্যন্ত ১৭০৭ সালে এ্যাক্ট অব ইউনিয়নের মাধ্যমে দুটো দেশকে একই পার্লামেন্টের শাসনাধীন বলে ঘোষণা করা হয়। এ আইনে আরও স্থির হয় যে এখন থেকে দেশ দুটো গ্রেট ব্রিটেন নামে পরিচিত হবে। স্টুয়ার্ট যুগে ইংল্যান্ডে রেনেসাঁসের দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত হয়। বিজ্ঞান চর্চা এ যুগের

একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ যুগের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে নিউটন, হার্ভি ও নেপিয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে বিখ্যাত রয়াল সোসাইটি নামক বিজ্ঞান সভা স্থাপিত হয় (১৬৬২)। স্টুয়ার্ট যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন জন লক। টিউডর যুগে সাহিত্যে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল ষ্টুয়ার্ট শাসন আমলে তা অব্যাহত থাকে। মিলটন, ড্রাইডেন, জন বানিয়ান এবং পোপ ছিলেন এ যুগের উল্লেখযোগ্য কবি। এ যুগে গদ্য সাহিত্যেরও বিপুল প্রসার ঘটে। স্টুয়ার্ট শাসন আমলের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাময়িকী সাহিত্যের উদ্ভব।

অর্থনৈতিক পটভূমি

শিল্প বিপ্লবের আর্থ-সামাজিক পটভূমি স্বভাবতই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসংগে যেসব বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে উপনিবেশ স্থাপন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, শিল্প-কৃষি-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি, বণিক পুঁজির বিকাশ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি।

স্টুয়ার্ট রাজাদের আমলে উপনিবেশ স্থাপন এবং তৎসংগে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ শুরু হয়। প্রথম জেমসের শাসন আমলে ইংল্যান্ডের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয় বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেমস টাউনে বা ভার্জিনিয়ায়। পরবর্তীকালে উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে এবং ১৭৩৩ সালের মধ্যে ১৩ টি উপনিবেশ গড়ে উঠে। ইংল্যান্ড ত্যাগ করে যারা উত্তর আমেরিকায় বসতি স্থাপন করে তাদের অধিকাংশই ছিল পিউরিটান। একই সংগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বার্বোডাস, বার্মুডা এবং জ্যামাইকা দ্বীপে ইংল্যান্ডের উপনিবেশ গড়ে উঠে। অপর দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্যোগে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং কোলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বেতে কোম্পানির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। উপনিবেশ ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার কাজটি স্বভাবতই খুব সহজ ছিল না, কেননা অন্যান্য ইউরোপীয় দেশও একই লক্ষ্য স্থির করেছিল। এক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ফ্রান্স। কিন্তু সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে উত্তর আমেরিকায় ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটে। ইতোমধ্যে পলাশী যুদ্ধে বাংলার নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

এভাবে পনেরো, ষোল ও সতেরো শতকে ইউরোপে যে বাণিজ্য-বিপ্লব (Commercial Revolution) সংঘটিত হয় তার ফলে সব চেয়ে বেশি লাভবান হয় ইংল্যান্ড। প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য যে, ১৬০০ থেকে ১৭০০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের রপ্তানি দ্বিগুণের বেশি এবং ১৭০০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে তিনগুণের বেশি বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে আমদানির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়, কিন্ত আমদানির চেয়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল সব সময়ই বেশি।

ইংল্যান্ডের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যের এ ধরনের সম্প্রসারণের প্রভাব হয়েছিল সুদূর প্রসারী। কেননা এর ফলে কয়লা, ইস্পাত, বাসন-পত্র তৈরি, জাহাজ নির্মাণ এবং বিশেষভাবে বয়ন-শিল্পে অগ্রগতি সাধিত হয়, আবাদি জমি বৃদ্ধি পায়, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়, বণিক পুঁজি বিকাশ লাভ করে, সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থান শক্তিশালী হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়। একই সংগে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠে এবং ১৬৯৪ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়, বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে, ১৬৯৮ সালে লন্ডন স্টক এক্সেঞ্জের কার্যক্রম শুরু হয় এবং কয়েকটি বীমা কোম্পানি গঠিত হয়। বয়ন শিল্পে তিনটি পরিবর্তনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। **প্রথমত,** Putting-out প্রথার উদ্ভব হয়। মধ্যযুগে বস্ত্র উৎপাদিত হতো তাঁতীদের ঘরে। তাঁতী কাঁচামাল

সংগ্রহ করে বস্ত্র উৎপাদন করতো এবং সরাসরি তা বাজারজাত করতো। কিন্তু আধুনিক যুগের শুরুতে ব্যবসায়ীগণ তাঁতীদের কাছে কাঁচামাল সরবরাহ করে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এভাবে তাঁতী তার স্বাধীনতা হারায় এবং বণিক পুঁজি শিল্প পুজিতে রূপান্তরিত হয়। **দ্বিতীয়ত**, কোন কোন ক্ষেত্রে পুঁজিপতিগণ তাঁতীদেরকে নিজ বাড়িতে উৎপাদন করতে না দিয়ে তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করে উৎপাদন কাজে নিয়োগ করে। তাঁতীদের প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে উৎপাদন কাজ তদারকি করার ক্ষেত্রে যেসব অসুবিধা দেখা গিয়েছিল প্রধানত তা দূর করার জন্যেই এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। এ ব্যবস্থা ছিল শিল্প বিপ্লবের সৃষ্ট কারখানা বা ফ্যাক্টরির পূর্বসূরী।

তৃতীয়ত প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল ফ্লাইয়িং শাটল (Flying Shuttle) নামক এক ধরনের বৈজ্ঞানিক মাকুর প্রবর্তন। এটি ১৭৩৩ সালে জন কে সর্ব প্রথম আবিষ্কার করেন। এটি যান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হতো। অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, ১৬৬০ থেকে ১৭২৯ সালের মধ্যে মোট ২৭০ টি উৎপাদন কৌশল সরকারি অফিসে নিবন্ধন্ধীকৃত হয়েছিল।

প্রসংগক্রমে অপর একটি বিষয়ও এখানে উল্লেখ করা যায়। ইংল্যান্ডের সরকার সে যুগে প্রচলিত বণিকবাদ নীতি অনুসরণ করে উপনিবেশ স্থাপন, বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, উপনিবেশগুলোর আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য অনেক উপায়ে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। এক্ষেত্রে নেভিগেশন এ্যাক্টের কথা বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন। প্রথম নেভিগেশন এ্যাক্ট প্রবর্তিত হয় ১৬৫১ সালে, ওলিভার ক্রমওয়েলের শাসনকালে। এ আইনে বলা হয় যে, উত্তর আমেরিকায় ও অন্যান্য এলাকার উপনিবেশ এবং ভারত থেকে যেসব পণ্য ইংল্যান্ডে আমদানি করা হবে তা শুধু ব্রিটিশ বাণিজ্য তরীতে বহন করতে হবে। দ্বিতীয় আইনটি প্রবর্তিত হয় ১৬৬০ সালে। এ আইনে বলা হয় যে উপনিবেশ সমূহ কত সংখ্যক পণ্য শুধু ইংল্যান্ডে রপ্তানি করতে পারবে। একই সংগে উত্তর আমেরিকায় কতগুলো শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন এবং ভারত থেকে কয়েক প্রকার সুতীবস্ত্রের আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, ইংল্যান্ডের শিল্পোৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই শেষোক্ত ব্যবস্থা দুটো গ্রহণ করা হয়েছিল।

এভাবে ১৪৮৫ সালের পরে তিনশত বছরের কম সময়ে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক, চিন্তা-চেতনা এবং বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। এর পরের পাঠে আমরা উল্লেখ করব যে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল এজন্যে যে প্রায় একই সময় দেশে শিল্পক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তনের জন্যে সহায়ক উপাদানের সমন্বয় ঘটেছিল। আর এসব সহায়ক উপাদানের ক্রমশ বিকাশ ঘটেছিল আঠার শতকের মধ্যভাগের পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে। এজন্যে আঠার শতকের মধ্যভাগের পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসকে শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতিকাল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

সারাংশ

শিল্প বিপ্লব কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। দীর্ঘদিন আগে থেকেই শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রস্তুতি চলছিল। অর্থাৎ ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক, সামাজিক, মানুষের চিন্তা-চেতনা এবং বিশেষত অর্থনৈতিক ও বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হচ্ছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ অগ্রগতির প্রধান দিকগুলো ছিল অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, কৃষি ও শিল্পখাতে উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি, বণিক পুঁজির বিকাশ, বিজ্ঞান-চর্চায় উন্নতি ও উৎপাদনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ব্যাংক, বীমা এবং স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। স্টুয়ার্ট রাজত্বকাল কতো সালে শুরু হয়?
(ক) ১৬০১ (খ) ১৬০২
(গ) ১৬০৩ (ঘ) ১৬০৭

২। ষ্টুয়ার্ট শাসন আমলের সবচেয়ে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কে ছিলেন?
(ক) হার্ভি (খ) নিউটন
(গ) নেপিযার (ঘ) এদের কেউ নন

৩। উত্তর আমেরিকায় ইংল্যান্ডের প্রথম উপনিবেশ কোথায় স্থাপিত হয়?
(ক) জেমস টাউন (খ) মেরিল্যান্ড
(গ) পেনসেলভিনিয়া (ঘ) নিউইয়র্ক

৪। ১৬০০ থেকে ১৭০০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য কতগুণের বেশি বৃদ্ধি পায়?
(ক) দুইগুণ (খ) তিন গুণ
(গ) চারগুণ (ঘ) পাঁচগুণ

৫। ১৬৯৮ সাল ইংল্যান্ডের ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত কেন?
(ক) কয়েকটি বীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় (খ) ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়
(গ) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয় (ঘ) লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম শুরু হয়।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। গৌরবময় বিপ্লবের কারণও গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২। সতেরো ও আঠারো শতকের প্রথমভাগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের অগ্রগতির বিবরণ দিন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। (গ) ২। (খ) ৩। (ক) ৪। (ক) ৫। (ঘ)

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সতেরো ও আঠার শতকের প্রথম ভাগে ইংল্যান্ড কোথায় কোথায় উপনিবেশ স্থাপন করে?
২। বণিকদের যুগে ইংল্যান্ডের সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কীরূপ নীতি অনুসরণ করে?

সহায়ক গ্রন্থ

১. R.M. Hartwell, The Industrial Revolution and Economic Growth
2. D.C. Coleman, The Economy of England 1450-1750
3. Warner and Martin, The New Groundwork of British History
4. Phyllis Deane and W.A Cole, British Economic Growth, 1688-1954

পাঠ - ২

শিল্প বিপ্লবের বিকাশ

এই পাঠ শেষে আপনি

- শিল্প বিপ্লবের সংজ্ঞা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।
- শিল্প বিপ্লব কখন শুরু হয় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শিল্প বিপ্লবের কারণ আলোচনা করতে পারবেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিল্প বিপ্লব বিষয়টি খুবই বিতর্কিত। এর সংজ্ঞা, শিল্প বিপ্লব কখন শুরু হয়, শিল্পোৎপাদন সত্যই বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল কিনা এসব প্রশ্নে ঐতিহাসিকগণ দীর্ঘ দিন ধরে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করে আসছেন। শিল্প বিপ্লবের প্রধান কারণ কি সে বিষয়েও ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

শিল্প বিপ্লবের সংজ্ঞা

ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদগণ শিল্প-বিপ্লবের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এসব মতকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। একদল ঐতিহাসিক শিল্প বিপ্লবকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যাতে আঠার শতকের শেষভাগে ইংল্যান্ডের কৃষি, শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ, যাতায়াত ব্যবস্থায় ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল সামগ্রিকভাবে তা বুঝানো যায়। অর্থাৎ শিল্প বিপ্লব শব্দটি তারা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। অপর দলটি এ সময়ে শুধু শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল শিল্প বিপ্লব শব্দটি দ্বারা শুধু তাকে বুঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ এ দল শব্দটিকে সীমিত অর্থে ব্যবহার করেছেন।

আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তারা শিল্প বিপ্লব শব্দটি দ্বারা কৃষি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল সেগুলোকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। ফিলিস ডিন এ দলের একজন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক। তাঁর মতে ইংল্যান্ডের অর্থনীতিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলোকে শিল্প বিপ্লব বুঝায়: (ক) কুটীর শিল্পের পরিবর্তে যন্ত্রচালিত পুঁজিবাদী শিল্পের বিকাশ। অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর মূলধন দ্বারা কারখানা স্থাপন করে এতে শিল্প-পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা, (খ) উৎপাদনের কাজে নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার, (গ) যন্ত্র চালানোর জন্যে বাষ্পের ব্যবহার, (ঘ) কারখানায় পণ্য উৎপাদনের জন্যে শ্রমিক নিয়োগ, (ঙ) উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করে মুনাফা অর্জন এবং (চ) মূলধন যোগানের জন্য ব্যাংক প্রভৃতি অর্থনৈতিক সংস্থার উদ্ভব। সংক্ষেপে শিল্প বিপ্লব বলতে বুঝায় পুঁজিপতি কর্তৃক কারখানা স্থাপন এবং এতে শ্রমিক ও বাষ্প চালিত যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাপক হারে শিল্প-পণ্য উৎপাদন।

শিল্প বিপ্লবের সংজ্ঞা সম্পর্কে শেষোক্ত মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। অবশ্য এ প্রসংগে আবার উল্লেখের প্রয়োজন যে একটি অনুন্নত বা স্থবির অর্থনীতিতে হঠাৎ করে এ বিপ্লবের সূত্রপাত হয়নি-অনেকদিন আগে থেকেই ক্রমে ক্রমে শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে, তথা সমগ্র অর্থনীতিতে ব্যাপক অগ্রগতির পথ সুগম হচ্ছিল।

শিল্পে বিপ্লব সূচনাকারী আবিষ্কারসমূহ

ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে প্রথমে এ আবিস্কারগুলো ঘটে। ১৭৩৩ সালে জনকে ফ্লাইং শাটল আবিষ্কার করেন। ১৭৬৪ সালে হারগ্রিভস সুতা উৎপাদনের যন্ত্র স্পিনিং জেনি আবিষ্কার করেন। এর ফলে হাতের পরিবর্তে যন্ত্রের সাহায্যে সুতা উৎপাদনের ব্যবস্থা হয় এবং একজন ব্যক্তি একই সংগে অনেকগুলো টাকু চালাতে সমর্থ হয়। ১৭৬৮ সালে রিচার্ড আর্করাইট জলশক্তি নিয়োগ করে সুতা কাটার আর একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এ যন্ত্রটি ওয়াটার ফ্রেম (Water Frame) নামে পরিচিত। ১৭৭৯ সালে স্যামুয়েল ক্রম্পটন অপর একটি যন্ত্র আবিস্কার করে হারগ্রিভস ও আর্করাইটের উদ্ভাবিত প্রণালীর সমন্বয় করেন। ক্রম্পটনের এ যন্ত্র মিউল (Mule) নামে পরিচিত। এসব আবিষ্কারের ফলে সুতার উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। অত:পর এডমন্ড কার্টরাইট ১৭৮০ সালে শক্তি তাঁত (Power Loom) আবিষ্কার করে বয়ন শিল্পে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেন। এ পরিবর্তন সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায় তুলা আমদানির পরিমান থেকে। ১৭৬৪ সালে ইংল্যান্ডে তুলা আমদানির পরিমান ছিল চার মিলিয়ন পাউন্ড, ১৮৩৩ সালে এ আমদানির পরিমান দাঁড়ায় চার হাজার মিলিয়ন পাউন্ডে।

নতুন যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করার জন্যে লোহা ও কয়লার প্রয়োজন হয় এবং উন্নত উপায়ে খনি থেকে কয়লা তোলার ব্যবস্থা হয়। রোবাক ও হেনরিকোর্ট লৌহ শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন১৭৪০ সালে। এ খাতে উৎপাদনের পরিমান ছিল ১৭০০০ হাজার টন, ১৭৮৮ সালের মধ্যে উৎপাদন চারগুণ এবং ১৮৬০ সালের মধ্যে ১৫ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৭৭৭ সালে প্রথম লৌহ সেতু এবং ১৭৯০ সালে লৌহপোত নির্মিত হয়। এভাবে ইংল্যান্ডে লৌহ যুগের সূত্রপাত হয় এবং ইতিপূর্বে বিরল বসতির খনি অঞ্চলে সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠে।

অন্যান্য আবিষ্কার

এ যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হচ্ছে বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহার প্রবর্তন। ১৭৬৯ সালে জেমস ওয়াট বাষ্পীয় ইঞ্জিন (Steam engine) আবিস্কার করেন। অল্পকালের মধ্যেই বয়ন শিল্প এবং পরিবহন খাতে বাষ্প শক্তি ব্যবহৃত হতে থাকে। রেলগাড়ি, ষ্টিমার মুদ্রণযন্ত্র ইত্যাদি বাষ্প দ্বারা চালিত হয়। ইংল্যান্ডে প্রথম স্টিমার বা বাষ্প জলপোত নির্মিত হয় ১৮১২ সালে। এর দুবছর পর স্টিফেনসন চলমান ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। ১৮১৫ সালে হামফ্রে ডেভি খনিগর্ভে কাজ করার জন্যে সেফটি ল্যাম্প (Safety Lamp) আবিষ্কার করেন।

১৬৬০ সাল থেকে ১৭২৯ সাল পর্যন্ত সরকারি অফিসে নিবন্ধনকৃত উৎপাদনের কৌশলের সংখ্যা ছিল ২৭০। অপর দিকে ১৭৬০ সাল থেকে ১৭৮৯ সালের মধ্যে এ সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০০। এ থেকেই প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আঠার শতকের দ্বিতীয়ভাগে কি হারে পরিবর্তন এসেছিল সে সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়।

যাতায়াত ব্যবস্থা

বর্ধিত হারে উৎপাদিত শিল্প পণ্য এবং যন্ত্রপাতি একস্থান থেকে অন্যস্থানে দ্রুত ও সহজে নেয়ার জন্যে পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে নতুন নতুন রাস্তা নির্মিত হয়, জলপথের সম্প্রসারণ ঘটে, রেলগাড়ির প্রবর্তন হয়। জলপথের উন্নয়নের জন্যে খাল খননের কাজ আরম্ভ হয় ১৭৫৯ সালে। ডিউক অব ব্রিজওয়াটারের ইঞ্জিনিয়ার ব্রিন্ডলে ঐ বছর উরসলি এবং ম্যানচেষ্টারকে সংযোগকারী বিখ্যাত ব্রিজওয়াটার খাল খনন করেন। ক্রমান্বয়ে দেশের

বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের জল পথের বন্দোবস্ত করা হয়। আঠার শতক শেষ হওয়ার আগেই দুই হাজার মাইলেরও অধিক জলপথ নির্মিত হয়।

রাস্তা তৈরির কাজেও ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। ইতিপূর্বে ইংল্যান্ডের অধিকাংশ রাস্তা শীতের পর এমন কর্দমাক্ত হয়ে যেতো যে যানবাহনের চলাচলে খুব অসুবিধা হতো। টেলফোর্ড ও ম্যাকডম রাস্তা নির্মাণের নতুন কৌশল উদ্ভাবন করেন এবং ফলে এ সমস্যার সমাধান হয়। ১৮০২ সালে স্টিমার চালানোর ব্যবস্থা হয় এবং সব শেষে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে রেলগাড়ির প্রবর্তন করা হয়। রেলগাড়ি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে জর্জ স্টিফেনসনের অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

শিল্প বিপ্লবের সূচনা নিয়ে বিতর্ক

দীর্ঘদিন যাবৎ যে মতটি প্রচলিত ছিল তা হলো এই যে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয় ১৭৬০ সালে। কিন্তু এক শতাব্দীতে এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ অনেক মত প্রকাশ করেছেন। চার্লস উইলসনের মতে প্রকৃত পক্ষে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয় অনেক আগে, ১৬৬০ সালে। সম্প্রতিকালে ফিলিস ডিন ও আর্থার কোল এ মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল ১৭৪০ সালে। কিন্তু তাঁর মত গ্রহণযোগ্য নয় বলে যুক্তি দেখিয়েছেন জে, ইউ নেফ এবং টি. এইচ. এ্যাশটন। এঁদের বক্তব্য হলো এই যে শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল ১৭৮০ সালে। উইলিয়াম রস্টো অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন বলা যায়। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে শিল্প বিপ্লব শুরু হয় ১৭৬০ এবং চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে ১৮৫০ সালে।

শিল্প বিপ্লবের কারণ

ঐতিহাসিকগণ শিল্প বিপ্লবের অনেকগুলি কারণ চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হচ্ছে (ক) শিল্প স্থাপনের জন্যে মূলধনের প্রয়োজন হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে বণিক পুঁজির বিকাশ লাভ করে। এ ছাড়া উন্নত প্রথায় কৃষিখামার পরিচালিত হওয়ায় এক শ্রেণীর ভূ-স্বামী অর্থশালী হয়। একই সংগে উন্নতর অর্থনৈতিক সংগঠনের (যেমন ব্যাংক ও স্টক এক্সচেঞ্জ) উদ্ভব জনগণের সঞ্চয়কে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিনিয়োগে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি মুনাফার হার বৃদ্ধির ফলে উঠতি শিল্পপতিদের হাতে নতুনভাবে বিনিয়োগযোগ্য অর্থের সমাগম হয়।

(খ) আঠার শতকের শেষভাগে শিল্প পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এটি সম্ভব হয়েছিল প্রধানত তিনটি কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনগণের মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। ১৭৫০ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল খুবই কম, কিন্তু অত:পর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত বাড়তে থাকে। এটি সম্ভব হয়েছিল জন্মের হার বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর হার কমে যাওয়ার ফলে।

১৭৫১ সালে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের মোট জনসংখ্যা ছিল ৬.১ মিলিয়ন, ১৮৩১ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪.২ মিলিয়নে। বর্ধিত চাহিদা একই সময় জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের ক্রয় ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। উপরোক্ত দুটি কারণে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদেশেও উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায়। বর্ধিত চাহিদা শিল্প বিপ্লবের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

(গ) প্রযুক্তির উন্নতি শিল্প বিপ্লবের অপর একটি বড় কারণ। বাষ্প চালিত যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে বড় বড় ফ্যাক্টরি গড়ে উঠে এবং শিল্পোৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়। একথা বিশেষভাবে বয়ন শিল্পের ক্ষেত্রে সত্য । প্রকৃতপক্ষে, উইলিয়াম রস্টো এ শিল্পকে শিল্প বিপ্লবের প্রধানতম খাত (Leading sector) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

(ঘ) ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলি শিল্প বিপ্লবের সহায়ক হয়েছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেছেন। দেশের স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া বয়ন শিল্পের উন্নয়নে সাহায্য করেছিল, কেননা এর ফলে বুনার সময় সুতা ছিঁড়ে যেতো না। মাটির নীচে কয়লা ও লোহার অফুরন্ত সঞ্চয় এবং কয়লা ও লৌহ খনিগুলো পরস্পরের কাছাকাছি হওয়ায় এগুলোর আহরণ সহজ হয়েছিল। দেশের খালগুলি বিভিন্ন নদ-নদীকে যুক্ত করায় জলপথের উন্নয়ন সহজ হয়েছিল।

(ঙ) কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে ইংল্যান্ডে বাক স্বাধীনতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, পিউরিটান বিপ্লব, যুক্তিবাদও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের উদ্ভব, মুক্ত পরিবেশে বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অগ্রগতি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক অবাধ নীতি অনুসরণ শিল্প বিপ্লবের জন্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

(চ) কৃষি বিপ্লব ঃ কয়েকজন ঐতিহাসিক এ মর্মে মত প্রকাশ করেছেন যে কৃষি বিপ্লব ছিল শিল্প বিপ্লবের পূর্ব শর্ত। অর্থাৎ কৃষি বিপ্লব ছিল শিল্প বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ। কেননা এ বিপ্লবের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিক হিসেবে কারখানায় নিয়োগের জন্য জনশক্তির অভাব হয় নি। অধিকাংশ ঐতিহাসিক উল্লেখিত কারণগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক কারণসমূহকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা তাদের মতে অর্থনৈতিক কারণগুলো অপেক্ষাকৃত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু এসব কারণের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। যেমন, কোনো কোনো ঐতিহাসিক চাহিদা বৃদ্ধিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন। অপর দিকে কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত কারণে মূলধনের প্রাচুর্য বা প্রযুক্তির অগ্রগতিকে প্রধানতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসংগে যে কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য তা হচ্ছে উল্লেখিত সব কারণই ছিল কম বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইংল্যান্ডের সৌভাগ্য এই যে, একই সময় শিল্প বিপ্লবের জন্যে সহায়ক সবগুলো উপাদানের সমন্বয় ঘটেছিল। অর্থাৎ যে সময়ে শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায় সে সময়ে মূলধনের প্রাচুর্য দেখা দেয়, বর্ধিত পরিমান উৎপাদনের জন্যে বাষ্প চালিত যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয় এবং বাড়তি উৎপাদনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে একদল উদ্যোক্তার আবির্ভাব ঘটে।

সারসংক্ষেপ

শিল্প বিপ্লবের সংজ্ঞা, এ বিপ্লব কখন শুরু হয় এবং কি কি কারণে এ বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল ইত্যাদি প্রশ্নে ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। তবে সংজ্ঞা সম্পর্কে যে মতটি সবচেয়ে গ্রহণ যোগ্য বলে মনে হয় তা হলো এই যে, যন্ত্রের ব্যবহার প্রবর্তনের ফলে শিল্পোৎপাদনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাকে শিল্প বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা যায়। শিল্প বিপ্লব কখন শুরু হয় এ প্রশ্নে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ ভাষ্যকারের মতে এটির সূত্রপাত হয় আঠার শতকের মধ্যভাগে। কারণ সম্পর্কে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে এই যে, ঐতিহাসিক কর্তৃক উল্লেখিত বিভিন্ন কারণের প্রায় সবগুলোই কম বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। স্পিনিং জেনি কে আবিষ্কার করেন?
(ক) রিচার্ড আর্করাইট (খ) হারগ্রিভস
(গ) ক্রম্পটন (ঘ) এদের কেউ নন।

২। কত সালে লৌহপোত নির্মিত হয়?
(ক) ১৭৯০ (খ) ১৭৮৮
(গ) ১৭৮৭ (ঘ) ১৭৮৩

৩। ১৬৬০ সালে শিল্প বিপ্লব শুরু হয় বলে কে মত প্রকাশ করেছেন?
(ক) ফিলিস ডিন (খ) চার্লস উইলসন
(গ) জে.ইউ. নেফ (ঘ) এদের কেউ নন

৪। ১৮৩১ সালে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের জনসংখ্যা কত ছিল?
(ক) ১৪.২ মিলিয়ন (খ) ১৩.৬ মিলিয়ন
(গ) ১৩.০ মিলিয়ন (ঘ) ১২.৮ মিলিয়ন

৫। বয়ন শিল্পকে শিল্প বিপ্লবের প্রধান খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন কে?
(ক) টি.এইচ.এ্যাশটন (খ) আরনল্ড টয়েনবি
(গ) উইলিয়াম রস্টো (ঘ) ফিলিস ডিন

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। শিল্প বিপ্লবের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন মতগুলো আলোচনা করুন।
২। শিল্প বিপ্লবের কারণগুলির বর্ণনা দিন।

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত সম্পর্কে বিভিন্ন মত কি?
২। ফিলিস ডিনের মতে শিল্প বিপ্লব বলতে কোন কোন পরিবর্তনকে বুঝায়?

সহায়ক গ্রন্থ

1. R.M. Hartwell, The Industrial Revolution and Economic Growth
2. P. Deane, The First Industrial Revolution
3. T.S. Ashton, The Industrial Revolution, 1760-1850

পাঠ - ৩

শিল্প বিপ্লবের ফলাফল

এই পাঠ শেষে আপনি

- শিল্প বিপ্লবের অর্থনৈতিক ফলাফল জানতে পারবেন
- সামাজিক জীবনে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।
- রাজনৈতিক অংগনে এ বিপ্লবের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলাফল হয়েছিল ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। ব্যাপক হয়েছিল এই অর্থে যে, দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈদেশিক সম্পর্কে, মানুষের জীবন এবং চিন্তা-চেতনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ বিপ্লবের প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। **দ্বিতীয়ত,** শিল্প বিপ্লবের এ প্রভাব ইংল্যান্ড তথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এখনও ক্রিয়াশীল রয়েছে। সে অর্থে এ প্রভাব হয়েছে সুদূরপ্রসারী।

অর্থনৈতিক

কায়িক পরিশ্রমের পরিবর্তে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর ফলে আগের তুলনায় শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের হাতে যে পরিসংখ্যান রয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায় যে ১৮০১ থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত শিল্পোৎপাদন বার্ষিক শতকরা চার ভাগেরও বেশি হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে উক্ত সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ডের মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান শতকরা ২৩.৪ ভাগ থেকে ৩৬.৫ ভাগে বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে কৃষিখাতের উৎপাদনের অবদান শতকরা ৩২.৫ ভাগ থেকে কমে শতকরা ২২ ভাগে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে শিল্পখাতে নিয়োজিত জনসংখ্যা উক্ত সময়ে যখন শতকরা ৩০ ভাগ থেকে ৪৩ ভাগে বৃদ্ধি পায় কৃষিকাজে নিয়োজিত জনসংখ্যা শতকরা ৩৬ ভাগ থেকে ২২ ভাগে নেমে আসে। এভাবে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ড কৃষি প্রধান দেশ থেকে শিল্প প্রধান দেশে রূপান্তরিত হয়। সংগে সংগে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। ১৭৬০ ও ১৮৫০ সালের মধ্যে আমদানি বৃদ্ধি পায় ১২ গুণ, আর রপ্তানি বৃদ্ধি পায় ১৩ গুণ। আমদানী হতো কাঁচামাল এবং খাদ্যশস্য, আর রপ্তানি হতো শিল্পজাত পণ্য। ইংল্যান্ডের শিল্পপণ্য পৃথিবীর সব দেশে রপ্তানি হতো এবং এজন্য ইংল্যান্ডকে বলা হতো "পৃথিবীর কারখানা (Workshop of the world)."

একই সংগে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। এভাবে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি, খনিজ সম্পদের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এর প্রধানতম প্রমাণ হলো মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি। এক কথা আয়ের বন্টনের ক্ষেত্রে দারুণ বৈষম্যের সৃষ্টি হয়; কিন্তু মাথাপিছু আয় যে বৃদ্ধি পেয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, তখনকার দিনে ইংল্যান্ডের কৃষিখাতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন চলছিল।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

ইতিপূর্বে অর্থাৎ শিল্পপূর্বে শিল্পখাতে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটেছিল। এবার শিল্প চালিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে শিল্পোৎপাদনের সূত্রপাত হওয়ার ফলে বিরাট সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে ফ্যাক্টরি প্রথার উদ্ভব হয়।

পুঁজিবাদের উদ্ভব

এতে যে মূলধনের প্রয়োজন হয় তা সংগৃহীত হয় পুঁজিপতি কর্তৃক। এভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার সবটায় পুঁজিপতিদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদিত পণ্য দেশে-বিদেশে বিক্রী করে তারা লাভবান হয় এবং এভাবে সঞ্চিত মূলধন দ্বারা আরও নতুন শিল্প গড়ে তোলে। একই সংগে নতুন পুঁজিপতিরা কারখানা স্থাপনে এগিয়ে আসে। এভাবে শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার পূর্ণ মালিকানা পুঁজিপতিদের হাতে চলে যায়।

শিল্প বিপ্লবের ফলে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বড় বড় কারখানা গড়ে উঠে এবং এসব কারখানায় গ্রাম থেকে আগত বিপুল সংখ্যক মানুষ শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত হয়। ফলে দেশে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরাতন শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এসব শহরের মধ্যে ম্যানচেস্টারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এ শহরটি ছিল বয়ন শিল্পের প্রাণকেন্দ্র। এভাবে দেশের মোট জনসংখ্যায় শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা আনুপাতিকভাবে বেড়ে যায়। এক হিসেব মতে আঠার শতকের মধ্যভাগে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ শহরে বসবাস করত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮০১ এবং ১৮৪১ সালে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৫ ও ৬০ ভাগে। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যা দ্রুত কমে যায়, কোনো কোনো এলাকা প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে।

সামাজিক

আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইতোপূর্বে সমাজে বুর্জোয়া বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এবার শিল্প বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। কেননা ধনী ব্যবসায়ী এবং উঠতি শিল্পপতিদের প্রায় সবাই ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীভূক্ত। অভিজাত শ্রেণী এতদিন যে ক্ষমতা ভোগ করে আসছিল তা লোপ পায় নি সত্য, কিন্তু আগের তুলনায় তাদের অবস্থান দুর্বল হয়ে যায়। একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে ফ্রান্সে বুর্জোয়া শ্রেণী প্রাধান্য বিস্তার করে। ইংল্যান্ডে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে।

শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব

শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব শিল্প বিপ্লবের অন্যতম একটি দিক। নতুন নতুন কারখানা গড়ে উঠলে গ্রাম ছেড়ে অনেকে শহরে এসে শ্রমিক হিসেবে জীবনযাত্রা শুরু করে। এভাবে ভূমিহীন, চাকুরি-সম্বল শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এরা কারখানায় কঠোর পরিশ্রম করে কম মজুরিতে জীবিকা নির্বাহ করতো। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারে একার উপার্জনে সংসার চলতো না বলে নারী ও শিশুদেরকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হতো। কারখানাগুলো নোংরা, অস্বাস্থ্যকর এবং যন্ত্রপাতিগুলো এমনভাবে রাখা হতো যে শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতো। এ অবস্থায় শিশু ও নারী শ্রমিকদের ১৬-১৭ ঘন্টা পরিশ্রম করতে হতো। শ্রমিকদের বাসস্থানও ছিল একইভাবে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। বলা যেতে পারে তারা বস্তিতে বসবাস করতো। শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক যুগে শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার কথা সমকালীন অনেক লেখায়, এমনকি সরকারি প্রতিবেদনেও পাওয়া

যায়। এভাবে শিল্প বিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন ধনী পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব হয় অপর দিকে দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিক শ্রেণী ও গড়ে উঠে।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ

চিন্তাবিদ দার্শনিকরা সমাজে সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে এরূপ বৈষম্য এবং শ্রমিকদের দারিদ্র্যের কথা ভেবে এর প্রতিকারের চিন্তা করেন। তাঁরা এ মর্মে মত প্রকাশ করেন যে, শ্রমই হলো সম্পদের উৎস, আর কাঁচামাল প্রাকৃতিক সম্পদ। এতে সকলের সমান অধিকার রয়েছে। শ্রমিক কাঁচামালকে ভিত্তি করে তার শ্রমের দ্বারা যা উৎপাদন করে তার মুনাফা শ্রমিকেরই প্রাপ্য। কারখানার মালিক প্রকৃত পক্ষে মুনাফার দাবিদার হতে পারে না। রাষ্ট্রের উচিত শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মাধ্যমে শ্রমিকের ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এভাবে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের বিকাশ ঘটে, আর এ মতবাদের প্রধান তাত্ত্বিক প্রবক্তা হলেন কার্ল মার্কস।

রাজনৈতিক

প্রথমত, রাজনৈতিক অংগনেও শিল্প বিপ্লবের গুরুত্ব ও প্রভাব অনুভূত হয়। শিল্পপতি ও বণিকদের যে শ্রেণী শক্তিশালী হয় তার ফলে ভূস্বামী ও হুইগ রাজনীতিকদের একচেটিয়া অধিকার লোপ পায়। রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমে পুঁজিপতিদের হাতে চলে যায়।

দ্বিতীয়ত, নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্যে শ্রমিক শ্রেণী সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং ফলে ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন শুরু হয়। একই লক্ষ্যে শ্রমিক দল (Labour Party) গঠিত হয়। শ্রমিক শ্রেণী ধর্মঘট প্রভৃতির মাধ্যমে মালিকের নিকট তাদের দাবি পেশ করে। ফলে নিম্নতম মজুরী, কর্মক্ষেত্রে শ্রম ঘন্টা, বাসস্থান, বীমা প্রভৃতি আইন পাশ হয়। এক পর্যায়ে শ্রমিক শ্রেণী ভোটাধিকার লাভ করে।

তৃতীয়ত, শিল্প বিপ্লবের ফলে পার্লামেন্টের সংস্কারের আশু প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ এর ফলে অনেক নতুন শহর গড়ে উঠে এবং অনেক পুরাতন শহর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এতে জনসংখ্যার ঘনত্বে ব্যাপক রদবদল হয় এবং এজন্যে পার্লামেন্টের সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

চতুর্থত, বেশি মুনাফার লোভে শিল্পপতিরা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় বাড়তি পণ্য উৎপাদন করে। এ বাড়তি পণ্য বিক্রির জন্যে বিদেশে বাজার দখলের প্রয়োজন দেখা দেয়। শিল্প বিপ্লবের আগেই ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে উপনিবেশ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। এবার সে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য যে, ইরোপের অন্যান্য দেশেও শীঘ্রই শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়েছিল।

সারসংক্ষেপ

শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ড **প্রথমত,** একটি কৃষি প্রধান দেশ থেকে শীঘ্রই একটি শিল্প প্রধান রাষ্ট্র হিসেবে আত্ন প্রকাশ করে। এভাবে দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূত্রপাত এবং সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। **দ্বিতীয়ত,** দেশের বিভিন্ন এলাকায় কারখানা গড়ে উঠলে গ্রাম থেকে অনেকে শহরে এসে শ্রমিক হিসেবে জীবনযাত্রা শুরু করে। এভাবে শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। শিল্প বিপ্লবের শুরুতে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা ছিল শোচনীয়। এদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার উদ্ভবও বিকাশ লাভ করে। এ মতবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন কার্ল মার্কস। একই লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং ধর্মঘট প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের চেষ্টা চালায়। একই লক্ষ্যে শ্রমিকদল নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৮৫১ সালে ইংল্যান্ডের মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান শতকরা কতভাগ ছিল?
(ক) ৩০২ ভাগ (খ) ৩২৩ ভাগ
(গ) ৩৬.৫ ভাগ (ঘ) ৪০.৫ ভাগ

২। ১৭৬০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের রপ্তানি বাণিজ্য কতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল
(ক) ১০ গুণ (খ) ১৩ গুণ
(গ) ১৪ গুণ (ঘ) ১৫ গুণ

৩। কত সালে ইংল্যান্ডের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ শহরে বাস করতো?
(ক) ১৮৪১ সাল (খ) ১৮৩৭ সাল
(গ) ১৮৩১ সাল (ঘ) ১৮২১ সাল

৪। কোন শহরটি বয়ন শিল্পের প্রাণকেন্দ্র ছিল?
(ক) লন্ডন (খ) লিভার পুল
(গ) গ্লাসগো (ঘ) ম্যানচেস্টার

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। শিল্প বিপ্লবের অর্থনৈতিক ফলাফল আলোচনা করুন।
২। শিল্প বিপ্লবের সামাজিক ও রাজনৈতিক ফলাফলের বর্ণনা দিন।

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। শিল্প বিপ্লবের ফলে শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা কিভাবে বৃদ্ধি পায়?
২। শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। গ ২। খ ৩। ক ৪। ঘ

সহায়ক গ্রন্থাবলি

1. Phyllis Deane and W.A. Cole, British Ecnomic Growth, 1688-1954
2. R.M. Hartwell, The Industrial Revolution and Economic Growth.